প্রথম আলো

তারিখ 25 MAR 2016
পৃ: ৫ কলাম: ২

আইইউবির সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

টিউশন ফি নির্ধারণ করুন বাস্তবতার নিরিখে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দেশের বাস্তবতা এবং আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে ভর্তি ও টিউশন ফি নির্ধারণ করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

রাজধানীর বসুন্ধরায় গতকাল ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) নিজস্ব ক্যাম্পাসে ১৭তম সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের প্রতিনিধি হিসেবে সভাপতির বক্তব্যে শিক্ষামন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সফল হতে পারেনি, যারা মুনাফার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালায়, নিজ ক্যাম্পাসে না গিয়ে একাধিক ক্যাম্পাসে পাঠদান চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'তাদের জন্য আমরা সময় বেঁধে দিয়েছি। আইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় না চালাতে পারলে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

নুরুল ইসলাম নাহিদ আরও বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না। তাঁরা সকলেই আমাদের সন্তান এবং জাতির ভবিষ্যৎ। সকলের জন্য আমরা মানসম্মত শিক্ষা এবং সুযোগ নিশ্চিত করতে চাই।'

এ বছর সমাবর্তন বক্তা ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'একটি পথে কখনো মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন হয় না। বিভিন্ন মত ও পথের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তোমাকে সমঝোতা করে চলতে হতে পারে।
হয়তো তুমি ভুল করবে। তবে নিরাশ হবে না। তুমি সফল হবেই। কিন্তু কাউকে মাথায় উঠতে দিয়ো না।'

সমাবর্তনে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল মান্নান, উপাচার্য এম ওমর রহমান, আইইউবির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান রাশেদ চৌধুরী, প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান এ মতিন চৌধুরী, সহ-উপাচার্য মিলান পাগন প্রমুখ।

১৭তম সমাবর্তনে আচার্যের স্বর্ণপদক পেয়েছেন ব্যবসায় অনুষদের ছাত্র মাহতাব ফাহিম। এ ছাড়া চারজন কৃতী শিক্ষার্থীকে বিশেষ পুরস্কার ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন শিক্ষায় মাহতাব ফাহিম, সংস্কৃতিতে সাকিবা বিনতে আলী, সমাজসেবায় সালমান আহমেদ ও ক্রীড়ায় হিশাম রহমান। এ ছাড়া এমবিএতে সর্বোচ্চ সিজিপিএ-৪ অর্জন করায় জামিলা ইউসুফকেও বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আইইউবির এই সমাবর্তনে ৯৫৪ জনকে স্নাতক এবং ৪৩৪ জনকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়।